প্রথম আলো

তারিখ 25 APR 2009
পৃষ্ঠা ৩

কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা জানা নেই নিয়ন্ত্রণে একক কর্তৃপক্ষও নেই

ওয়াসেক বিল্লাহ্ ●

দেশে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা কত, তার সুনির্দিষ্ট হিসাব কারও কাছে নেই। কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকুল মাদারেসিল আরাবিয়ার (বেফাক) মহাপরিচালক আবদুল জাব্বার বলেছেন, এ সংখ্যা ১০ হাজারের কম। তবে কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক রাজনৈতিক দল খেলাফত মজলিসের একাংশের নায়েবে আমির মাওলানা আবদুর রব ইউসুফী বলেছেন, তাঁদের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ১৪ হাজার।

আবার ২০০৬ সালে কওমি মাদ্রাসার সরকারি স্বীকৃতির দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যে হিসাব দেওয়া হয়েছিল, তাতে আটটি স্তরে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ১৫ হাজার ২৫০ বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৮ লাখ ৫৭ হাজার ৫০০ এবং শিক্ষক এক লাখ ৩২ হাজার ১৫০ জনের তথ্য তখন দেওয়া হয়েছিল।

পরিসংখ্যান নেই: এই মাদ্রাসাগুলো সরকারের স্বীকৃতি, অনুমোদন ও অর্থায়ন ছাড়াই চলছে। মাদ্রাসাগুলোতে কত শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে, তার সঠিক হিসাব সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরসহ শিক্ষার কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে পাওয়া যায়নি। এমনকি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) যেসব তথ্য প্রতিবছর প্রকাশ করে, তাতে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা, আয়-ব্যয়ের কোনো প্রসঙ্গ উল্লেখ থাকে না।

মাওলানা আবদুর রব ইউসুফী *প্রথম আলোকে* জানান, ৮ এপ্রিল লালবাগের জামেয়া শারিয়া মাদ্রাসায় কওমি মাদ্রাসার নেতাদের

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৩

কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা জানা নেই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বৈঠকে সারা দেশে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা গণনার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

নেই একক সংস্থা: সারা দেশে কওমি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণে কোনো একক সংস্থা নেই। ঢাকায় অবস্থিত বেফাকুল মাদারেসিল আরাবিয়া নামের একটি বোর্ডের অধীনে চার থেকে পাঁচ হাজার মাদ্রাসা আছে। গোপালগঞ্জের গওহরডাঙ্গায় আঞ্চলিক বোর্ড বেফাকুল মাদারিস, বগুড়ায় উত্তরবঙ্গভিত্তিক তানজিমুল মাদারিস, চট্টগ্রামের পটিয়ার ইত্তেহাদুল মাদারিস এবং সিলেটের আজাদ-দ্বীনি এ দারা—এই চারটি আঞ্চলিক বোর্ড মিলে বছর দুয়েক আগে গঠন করা হয় 'সম্মিলিত কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড সংস্থা'। এই সংস্থার অধীনে প্রায় দুই হাজার মাদ্রাসা আছে বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির মহাসচিব মাওলানা রুহুল আমিন। এই দুটি বোর্ডের নেতারা গত শনিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি ও পাঠ্যক্রমের উন্নয়নের বিষয়ে একটি কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এই বোর্ডগুলোর বাইরে সিলেট বিভাগের আজাদ-দ্বীনি এ দারা (সিলেট বিভাগ), ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এ দারা এ তালিমিয়া, নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার ও নরসিংদী এলাকার মাদানীনগর এ দারা, সিলেটের জৈন্তাপুর, কানাইঘাট ও গোয়াইনঘাটের মাদ্রাসাগুলোর নিয়ন্ত্রণের জন্য কানাইঘাট এ দারা, দ্বীনি শিক্ষা বোর্ড নামে আরও একটি সংস্থা হবিগঞ্জের মাদ্রাসাগুলো নিয়ন্ত্রণ করে।

তবে কোনো আঞ্চলিক বোর্ডও কোনো একটি এলাকার সব মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করে না। নারায়ণগঞ্জে মাদানীনগর এ দারার বাইরেও বেফাকুলের নিয়ন্ত্রণাধীন মাদ্রাসাও আছে। গওহরডাঙ্গার বেফাকুল মাদারিস গোপালগঞ্জ, বাগেরহাটের মোল্লাহাটসহ আশপাশের এলাকাগুলোর মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করে। ঢাকায়ও তাদের নিয়ন্ত্রণে বেশ কিছু মাদ্রাসা আছে।

আবার বেফাকুল মাদারেসিল আরাবিয়ার সঙ্গে সম্মিলিত কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড সংস্থার দ্বন্দ্ব আছে। দুটি সংস্থাই অন্য আঞ্চলিক বোর্ডগুলোকে নিজেদের আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। মাওলানা আবদুর রব ইউসুফী মনে করেন, সব মাদ্রাসারই একই পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা বোর্ডের অধীনে থাকা উচিত।

বেফাকুলের মহাসচিব মাওলানা আবদুল জাব্বার বলেছেন, কোনো বোর্ডের আওতায় নেই—এমন মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় চার হাজার। তিনি মনে করেন, কওমি সনদের স্বীকৃতি দেওয়া হলে সব মাদ্রাসাই বোর্ডের অধীনে চলে আসবে।

তবে কোনো বোর্ডের অধীনে থাকা মানেই কোনো মাদ্রাসার ওপর বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ বোঝায় না। বোর্ড শুধু পরীক্ষা ও পাঠ্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। মাদ্রাসাগুলো নিয়ন্ত্রিত হয় নিজ নিজ মাদ্রাসা কমিটি দ্বারা। আবার অধীন মাদ্রাসাগুলোর জন্য বেফাক রচিত নির্দেশনা বইয়ে মাদ্রাসার ছাত্রদের রাজনীতি করা নিষিদ্ধ থাকলেও বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতাদের পরিচালিত মাদ্রাসাগুলোতে এই নির্দেশনা বাস্তবায়িত হয় না।

জানতে চাইলে বেফাকের মহাসচিব আবদুল জাব্বার হতাশা প্রকাশ করে বলেন, তাঁরা শুধু অনুরোধ করতে পারেন। কিন্তু কেউ না মানলে তাঁদের কিছুই করার নেই।

আরও যত মাধ্যম ও পাঠ্যক্রম: দেশের মূলত দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য কওমি মাদ্রাসা ছাড়াও আছে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান। এগুলোর মধ্যে নূরানী, হাফিজিয়া বা ফোরকানিয়া, মসজিদকেন্দ্রিক মক্তব উল্লেখযোগ্য।

তবে নূরানীর শিক্ষা পরীক্ষা বোর্ডের অধীনে হয় না। নূরানী মাদ্রাসায় পড়ানো হয় আক্ষরিক জ্ঞান। এসব মাদ্রাসায় নূরানী কায়দায় কোরআন পড়ার সঠিক পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়। এ ছাড়া ৪০ থেকে ৫০টি হাদিস ও সুরা মুখস্থ করানো হয়। আর হাফিজিয়া ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় মূলত কোরআন মুখস্থ করা হয়। কিতাবখানায় ষষ্ঠ থেকে টাইটেল পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়।

বর্তমানে কওমি মাদ্রাসায় ১৩ বছর শিক্ষা দেওয়া হয়। নূরানী মাদ্রাসায় দুই বা তিন বছর পড়ে ছাত্রছাত্রীরা হাফিজিয়া বা ফোরকানিয়ায় ভর্তি হয়। এ ছাড়া কেউ কেউ জামাত বিভাগে পড়াশোনা করে।

যারা নূরানীতে পড়াশোনা করে না, তারা প্রথম চার বছর এবতেদায়ি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে। এটা প্রাথমিক শিক্ষা বলে পরিচিত। চার বছরের প্রাথমিক শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয় জামাত বিভাগে। এখানে পরের নয় বছরে আরবি ব্যাকরণ, দর্শন, ইসলামের ইতিহাস, যুক্তিবিদ্যা, কোরআন, হাদিস, তাফসির, ফিকাহ, আরবি সাহিত্য প্রভৃতি পড়ানো হয়।

এই পর্যায়েই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ভূগোল পড়ানো হয়। ২০০৬ সালে বেফাকুল মাদারেসিল আরাবিয়া কওমি মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম প্রণয়নে একটি কমিটি গঠন করে। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের প্রয়াত খতিব উবায়দুল হকের নেতৃত্বে এই কমিটি দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ভূগোল, বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করে। এখন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এই বইগুলো বেফাকের অন্তর্ভুক্ত মাদ্রাসাগুলোতে পড়ানো হয়। তবে সরকারি পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করে নিজেদের মতো বইগুলো তৈরি করেছে বেফাক।

তবে যশোরের জামেয়া ইসলামিয়া দড়াটানা মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীরা কোরআন-হাদিস শিক্ষার বাইরে সরকারি পাঠ্যক্রমের দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যক্রমও অনুসরণ করছে।

সম্মিলিত কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড সংস্থার মহাসচিব রুহুল আমিন জানিয়েছেন, তাঁদের অধীনে থাকা মাদ্রাসাগুলোর কোনোটাতে পঞ্চম শ্রেণী, কোনোটাতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার বইগুলো পড়ানো হয়। তবে যে মাদ্রাসাগুলো কোনো বোর্ডের অধীনে নয়, সেগুলোতে কোরআন-হাদিস শিক্ষার বাইরে কোনো শিক্ষা দেওয়া হয় না।

গত শনিবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কওমি মাদ্রাসার আলেম-ওলামাদের বৈঠকে কওমি মাদ্রাসায় কোরআন-হাদিসের মৌলিক শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষার পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে কথা হয়েছে। আলেমরা জানিয়েছেন, এ বিষয়ে কমিশন শিগগির কাজ শুরু করবে।

ইসলামী আন্দোলনের যুগ্ম মহাসচিব এ টি এম হেমায়েতউদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেছেন, ইসলামে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় কোনো নিষেধ নেই। তাঁরাও চান কোরআন-হাদিসের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা সাধারণ শিক্ষার বইগুলোও পড়ুক।